দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ .....

১৫

আর্থিক সংকটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জসীম চৌধুরী সবুজ ।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বকেয়া ২০ লাখ টাকা।

আর্থিক সংকট বিরাজ করছে। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাভাবে ঝড়ে বিধ্বস্ত অবকাঠামোর মেরামত বা পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ নেয়া যাচ্ছে না, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডও বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরের শুরুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা চাহিদার উল্লেখ করে বরাদ্দ চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২৩ কোটি ৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা নিজস্ব খাত থেকে ব্যবস্থা করতে বলে। অর্থবছরের শেষ হতে আরো এক মাস বাকি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল বর্তমানে প্রায় শূন্য হয়ে পড়ায় প্রশাসনিক কর্মকান্ডও অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়েছে বলে জানা যায়। সূত্র জানায়, বর্তমানে বিভিন্ন খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে ১ কোটি ৬ লাখ টাকা দেনা আছে। দেনার খাওয়ারি হিসেব হচ্ছে বিভিন্ন গাড়ির জ্বালানি ক্রয় বাবদ বকেয়া ১২ লাখ টাকা, রেল ভাড়া বকেয়া ৮ লাখ টাকা, বাস ভাড়া বকেয়া ১৫ লাখ টাকা, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ৩৬ লাখ টাকা, ওভারটাইম বাবদ বকেয়া ৫ লাখ টাকা, ভবন ও রাস্তা মেরামত বাবদ বকেয়া ১০ লাখ টাকা, কর্মচারীদের গরম পোশাক ও বিবিধ খাতে বকেয়া ২০ লাখ টাকা।

এরকম আর্থিক সংকটের মুহূর্তে আঘাত হেনেছে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়। ঝড়ে শামসুন্নাহার হলের সম্প্রসারণ ভবনের চাল উড়ে গেছে, সীমানা দেয়াল ভেঙে পড়েছে, ফ্যাকাল্টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত, অধিকাংশ বৈদ্যুতিক খুটি উপড়ে পড়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের বাসভবন অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় বনায়ন প্রকল্পের মূল্যবান গাছসমূহ অধিকাংশ ভেঙে পড়ে। ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণ ৫ কোটি টাকা হলেও জরুরি পুনর্বাসন কাজে হাত দিতে গেলেই অন্ততঃ ১ কোটি টাকা প্রয়োজন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান চরম আর্থিক সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, জরুরি ভিত্তিতে ন্যূনতম ২ কোটি টাকা সরকারি অনুদান না পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকান্ড চালু রাখা দুষ্কর হয়ে পড়বে। কারণ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিলেও আয়ের তেমন কোন পথ নেই। আগে আয়ের মূল খাত ছিল কলেজসমূহ। কিন্তু সেগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যাওয়ার পর আয়ের মূল খাতটাই বন্ধ হয়ে গেছে। টাকার অভাবে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল ও ভবনাদিও মেরামত করা যাচ্ছে না বলে তিনি জানান।